

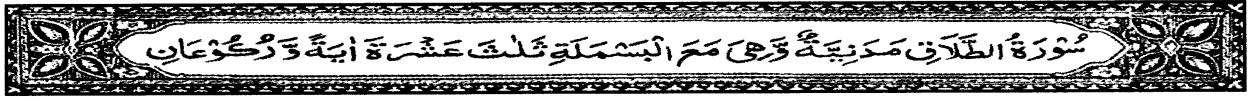
সূরা আত্ তালাক-৬৫

(হিজরতের পরে অবতীর্ণ)

[★ এটা মাদানী সূরা এবং বিসমিল্লাহ্‌সহ এতে ১৩টি আয়াত রয়েছে।

এর নাম সূরা আত্ তালাক। এতে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তালাক সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয়ের বর্ণনা রয়েছে। পূর্ববর্তী সূরার সাথে এ সূরার সংযোগ হলো, এতে হযরত মুহাম্মদ (সা:)কে এরূপ এক নূররূপে উপস্থাপন করা হয়েছে যা অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে নিয়ে যায় এবং এটিই সেই নূর, যা আখারীনদের (অর্থাৎ রসূলুল্লাহ্ (সা:) এর শেষ যুগের উম্মতদের) যুগে আরো একবার তাঁর উম্মতের সেসব লোকদের অন্ধকার থেকে বের করবে, যারা পৃথিবীর অন্ধকারে পথ হারিয়ে ঘুরতে থাকবে। অন্ধকার থেকে বের করার অর্থাৎ অন্যায় ও পাপের জীবন থেকে বের করে পবিত্র জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বিষয়বস্তুটি অনেক গুরুত্ব বহন করে। অর্থাৎ এই নূর বিশ্বাসগত অন্ধকার থেকেও বের করবে এবং কর্মের অন্ধকার থেকেও বের করবে। প্রকৃতপক্ষে সূরা আত্ তালাকে হযরত মুহাম্মদ (সা:) সম্পর্কে বলা হয়েছে, এ রসূলতো মূর্তিমান 'যিক্র' (অর্থাৎ স্মারক) এবং যিক্রের ফলশ্রুতিতেই আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে (সা:) এই মহা অনুগ্রহে ভূষিত করেছেন যে তিনি (সা:) মূর্তিমান নূর হয়ে গেলেন এবং তাঁর গোলামদের সব ধরনের অন্ধকার থেকে বের করে নূরের দিকে নিয়ে এলেন।

এ সূরায় আরো এমন একটি আয়াত রয়েছে যা পৃথিবী ও আকাশের রহস্যাবলীর আবরণ বিস্ময়করভাবে উন্মোচন করছে। হযরত মুহাম্মদ (সা:) যেভাবে স্বয়ং অন্ধকার থেকে বের করেছিলেন সেভাবেই তাঁর প্রতি সেই বাণী অবতীর্ণ করা হয়েছে যা বিশ্বজগতের অন্ধকাররাশির ও রহস্যাবলীর আবরণ উন্মোচন করছে। কুরআন করীমে যেখানে বার বার সাত আকাশের উল্লেখ রয়েছে সেখানে এ কথাও বলে দেয়া হয়েছে, সাত আকাশের ন্যায় সাতটি পৃথিবীও সৃষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলাই ভাল জানেন কিভাবে এ সব পৃথিবীতে বসবাসকারীদের প্রতি ওহী অবতীর্ণ হয়েছে এবং কোন্ কোন্ অন্ধকার থেকে তাদের পরিত্রাণ দেয়া হয়েছে। আপাতত বিশ্বজগতের অনুসন্ধানকারী বিজ্ঞানীরা এ বিষয়ে অনুসন্ধানের সূচনাও করতে পারেনি। কিন্তু যেভাবে বার বার সপ্রমাণিত হয়েছে, কুরআনের জ্ঞান এক 'কাওসার' (অর্থাৎ অপরিসীম কল্যাণের ধারা) এর ন্যায় অপরিসীম, সেভাবে ভবিষ্যৎ যুগের বিজ্ঞানীরা নিশ্চয় এক সীমা পর্যন্ত এসব জ্ঞান সম্পর্কে অবহিত হবে। (হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উদ্ভূত অনূদিত কুরআন করীমে সূরার ভূমিকা নেয়া হয়েছে)।



সূরা আত্ তালাক-৬৫

মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ১৩ আয়াত এবং ২ রুকু

১। *আল্লাহর নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

★ ২। হে নবী! *তোমরা যখন স্ত্রীদের তালাক দাও^{৩০৬৪} তখন তাদের 'ইদত' (অর্থাৎ নির্ধারিত মেয়াদকাল) অনুযায়ী তাদের তালাক দিও, 'ইদতে'র হিসাব রেখো এবং তোমাদের প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করো। তাদের ঘর থেকে তাদের বের করে দিও না^{৩০৬৪-ক} এবং তারা (নিজেরাও) যেন বেরিয়ে না যায়। তবে তারা প্রকাশ্য অশ্লীল কাজ করলে সে কথা ভিন্ন। আর *এগুলোই আল্লাহর নির্ধারিত সীমা। আর যে-ই আল্লাহর (নির্ধারিত) সীমা লংঘন করে সে নিশ্চয় নিজের প্রাণের ওপর অবিচার করে। তুমি জান না, এরপর হয় তো আল্লাহ কোন উপায় বের করে দিবেন^{৩০৬৫}।

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ
لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ
لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ
يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ
وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي
لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ②

৩। এরপর তারা *যখন তাদের নির্ধারিত মেয়াদের শেষ সীমায় পৌঁছে যায় তখন তোমরা ন্যায়সঙ্গতভাবে তাদের রাখ অথবা ন্যায়সঙ্গতভাবে তাদের বিদায় করে দাও। আর তোমাদের মাঝ থেকে দুজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে সাক্ষী রাখবে এবং আল্লাহর (সন্তুষ্টির) জন্য সত্য সাক্ষ্য দিবে। যারা আল্লাহ ও পরকালে ঈমান রাখে সেসব ব্যক্তিকে এ উপদেশ দেয়া হচ্ছে। আর যে আল্লাহকে ভয় করে তিনি তার জন্য নিকৃতির কোন পথ করে দিয়ে থাকেন^{৩০৬৬}।

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِعُرُوفٍ أَوْ
فَارِقُوهُنَّ بِعُرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ
مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذِكْرُكُمْ يُعْظِمُ بِهِ مَنْ
كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ
يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ③

দেখুন : ক. ১ঃ১ খ. ২ঃ২৩২-২৩৩ গ. ২ঃ২৩০ ঘ. ২ঃ২৩২।

৩০৬৪। এটি কুআনের আয়াতসমূহের মধ্যে ঐগুলোর একটি, যেগুলোতে বাহ্যত নবী করীম (সঃ)কে আহ্বান করা হলেও সেই আহ্বান প্রকৃতপক্ষে তাঁর অনুসারী মু'মিনদের উপরই বর্তায়। হযরত রসূলে পাক (সঃ)কে তো বিবি তালাকের অধিকারই দেয়া হয়নি (৩৩ঃ৫৩)। অতএব এই আহ্বান ও আদেশ তাঁর অনুসারীদের উদ্দেশ্যেই দেয়া হয়েছে।

৩০৬৪-ক। স্ত্রী-বিচ্ছেদের(তালাকের) ঘোষণা দুটি মাসিক ঋতুসাবের মধ্যবর্তী সময়ে মুক্ত অবস্থায় উচ্চারণ করতে হয়। ঐ মধ্যবর্তী সময়ের মাঝে যদি তারা যৌনসম্পর্ক স্থাপন করে না থাকে তবেই তালাক-উচ্চারণ বৈধ হবে। কারণ স্ত্রী-পরিত্যাগের সিদ্ধান্ত আকস্মিকভাবে, রাগের মাথায়, কোন সাময়িক উত্তেজনার বশবর্তী অবস্থায় না হয়ে যেন ধীর-স্থির অবস্থায়, ভাবনা-চিন্তার পর যথার্থ সিদ্ধান্তরূপে গৃহীত হয়, তদুপরি বিচ্ছেদ-প্রাপ্তা স্ত্রী নিজ গৃহেই অবস্থান করবে। এই ব্যবস্থা অবলম্বনের আবশ্যকতা ও উপকারিতা হলো, অপেক্ষা বা ইদৎকালে এটা সম্ভব যে উভয়ের মনোমালিন্যের তীব্রতা দূরীভূত হয়ে পরস্পরের মধ্যে মিলনের মনোভাব সৃষ্টি হতে পারে।

৩০৬৫। 'আমর' শব্দের তাৎপর্য এখানে বিড়ম্বিত স্বামী-স্ত্রীর পুনর্মিলিত হওয়াকে বুঝিয়েছে।

৩০৬৬ টীকাটি পরবর্তী পৃষ্ঠায় দৃষ্টব্য

৪। আর তিনি তাকে সেখান থেকে রিয়ক দেন যেখান থেকে সে (রিয়ক পাওয়ার) ধারণাও করতে পারে না। আর আল্লাহ্‌র ওপর যে ভরসা করে তিনি তার জন্য যথেষ্ট। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তাঁর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করেই থাকেন। আল্লাহ্‌ সব কিছুই এক পরিমাপ নির্ধারিত করে রেখেছেন।

★ ৫। আর তোমাদের স্ত্রীদের মাঝে যারা ঋতুবতী হওয়ার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেছে (তাদের ইদত সম্বন্ধে) তোমাদের সন্দেহ হলে^{৩০৬৭} (জেনে রাখ), তাদের ইদতকাল হলো ৩-তিন মাস এবং যাদের ঋতুশ্রাব হয়নি তাদেরও (ইদতকাল তিন মাস)। আর গর্ভবতীদের ইদতকাল হলো তাদের (সন্তান) প্রসব হওয়া পর্যন্ত। আর যে আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন করে তিনি তার জন্য তার বিষয় সহজ করে দেন।

৬। এই হলো আল্লাহ্‌র আদেশ যা তিনি তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন। আর যে আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন করে^{৩০৬৮} তিনি তার দোষত্রুটি দূর করে দেন এবং তার পুরস্কার অনেক বাড়িয়ে দেন।

وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى
اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ
اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ⑥

وَالَّذِي يَكْنُسَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ
فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحِيضْ وَأُولَاتُ
الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ
اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ⑦

ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَكْفُرْ
عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا ⑧

দেখুন : ২ঃ২৯।

৩০৬৬। স্বামীর দারিদ্রের কারণে যদি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বনিবনা না হয় তাহলে আল্লাহ তাআলাই স্বয়ং তাদের রিয়কের ব্যবস্থা করে দিবেন। তবে শর্ত হলো, তারা আল্লাহ্‌ তাআলাকে ভয় করে চলবে এবং ধৈর্য ধারণ করে অভাব মোচনের জন্য সততার সাথে রুজি-রোজগারের চেষ্টা চালাবে।

৩০৬৭। 'তোমাদের সন্দেহ হলে' কথাটি এই জন্য বলা হয়েছে যে জরায়ুর গোলযোগের কারণেও মাসিক শ্রাব বন্ধ হতে পারে, অন্য কারণেও হতে পারে।

৩০৬৮। পূর্ববর্তী পাঁচটি আয়াতে মু'মিনগণকে বার বার খোদা-ভীতির নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এতে বুঝা যায়, বিবাহ-বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে পুরুষেরা সাধারণত তাদের পরিত্যক্তা স্ত্রীর প্রতি অন্যায় আচরণ করতে প্ররোচিত হয় এবং তার ন্যায্য প্রাপ্য থেকে তাকে বঞ্চিত করার প্রয়াস পায়।

★ ৭। তোমরা তাদের (অর্থাৎ তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীদের) সেখানেই থাকতে দিও যেখানে তোমরা নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী বাস করে থাক^{৩০৬৮-ক}। আর তাদের জীবন দুর্বিষহ করে তোলে এমন কষ্ট তাদের দিও না। আর তারা গর্ভবতী হলে তারা সন্তান প্রসব না করা পর্যন্ত তাদের খরচ বহন করতে থাক।^ক এরপর তোমাদের পক্ষে তারা (শিশুদের) দুধ পান করালে তাদের পারিশ্রমিক তাদের দাও এবং পারস্পরিক আলাপ আলোচনার মাধ্যমে ন্যায়সঙ্গতভাবে নিজেদের বিষয়াদি মীমাংসা কর। কিন্তু তোমরা (মীমাংসার ক্ষেত্রে) পরস্পর অসুবিধা বোধ করলে তার (অর্থাৎ শিশুর পিতার) পক্ষে অন্য কোন (মহিলা) দুধ পান করাবে।

৮। *সচ্ছল ব্যক্তি নিজ সংগতি অনুযায়ী (ধাত্রীর জন্য) খরচ করবে। আর যার রিয়ক সংকীর্ণ করে দেয়া হয়েছে সেক্ষেত্রে আল্লাহ্ তাকে যা-ই দিয়েছেন সে তা থেকে খরচ করবে। আল্লাহ্ কোন ব্যক্তিকে যা দিয়েছেন এর বেশি বোঝা তিনি তার ওপর কখনো চাপান না। প্রত্যেক অসচ্ছলতার পর আল্লাহ্ ১৭ অবশ্যই এক সচ্ছলতা দান করেন।

৯। *আর কত জনপদই তাদের প্রভু-প্রতিপালকের^{৩০৬৯} ও তাঁর রসূলদের আদেশ অমান্য করেছিল। এর ফলে আমরা তাদের কাছ থেকে কঠোরভাবে হিসাব নিয়েছিলাম এবং তাদের ভীষণ কষ্টদায়ক আযাব দিয়েছিলাম।

১০। অতএব তারা তাদের কৃতকর্মের কুফল^{৩০৭০} ভোগ করেছিল এবং তাদের কর্মের পরিণাম ছিল ক্ষতিকর।

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلٍ فَلَا تُنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَنْتُمْ رَبَّائِهِنَّ فَلَا يُمْسِكْنَ بِعُرُوفِهِمْ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فُسْرَ ضِعْ لَهُ أُخْرَى ①

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا أَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ②

وَكَانَ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ خُتِبَ عَلَيْهَا إِسْمَاعِيلُ إِذْ وَقَفَ عَلَيْهَا قَوْلًا فَاسْتَبْتُهَا حَتَّى أَتَى الْيُسْرَى ③

فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا ④

দেখুন : ক. ২ঃ২৩৪ খ. ২ঃ৩৪ গ. ৭ঃ৫-৬; ১৭ঃ১৮; ২১ঃ১২; ২২ঃ৪৬।

৩০৬৮-ক। ‘ইদত-কালে’ তালাক দেয়া স্ত্রীকে ভরণ-পোষণ ও দেখা-শোনা করার ভার স্বামীর উপরই বর্তায়। তাকে সেভাবেই দেখা শোনা করতে হবে, যেভাবে গৃহকর্ত্রী থাকাকালীন সময়ে তার দেখা-শোনা করা হয়েছে। স্বামীর গৃহ ত্যাগ করে নিজের নির্বাচিত মুক্ত জীবন-যাপনের পূর্ব পর্যন্ত স্বামীকে তার পরিত্যক্তা স্ত্রীর সর্বপ্রকার দেখা-শোনার ভার বহন করতে হবে।

৩০৬৯। পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে বিবাহ-বিচ্ছেদের বিষয়ে আলোচনার পর আল্লাহ্ তাআলা এই আয়াতে এসে নির্দেশ অমান্যকারীদের কথা উত্থাপন করেছেন। কেননা যারা আল্লাহ্র নির্দেশ অমান্য করে তারা আল্লাহ্র অনুগ্রহরাজির সাথে নিজেদের বিচ্ছেদ ঘটিয়ে থাকে।

৩০৭০। ‘ওবাল’ অর্থ ক্ষত, পাপ, পাপের শাস্তি। ‘ওয়াবিল’ অর্থ বিপজ্জনক, মারাত্মক, হিংস্র।

১১। আল্লাহ্ তাদের জন্য কঠোর আযাব প্রস্তুত করে রেখেছেন। অতএব হে জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিরা যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর। *আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি এক মহান উপদেশ অবতীর্ণ করেছেন

أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ۝

১২। এক রসূলরূপে। সে তোমাদের কাছে আল্লাহ্‌র (এমন) আয়াতসমূহ পড়ে শুনায় যা আলোকিত করে দেয়, *যেন সে মু'মিন ও সৎ কর্মশীলদের অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে নিয়ে আসতে পারে। আর যে আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে তিনি (এরূপ) জান্নাতসমূহে তাকে প্রবেশ করাবেন যার পাদদেশ দিয়ে নদনদী বয়ে যায়। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। (যে সৎকাজ করে) তার জন্য আল্লাহ্ নিশ্চয় অতি উত্তম রিয়ক প্রস্তুত করে রেখেছেন।*

رُسُلًا يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا ۝

১৩। আল্লাহ্‌ই ৭সাত আকাশ সৃষ্টি করেছেন এবং এদেরই অনুরূপ (সংখ্যক) পৃথিবীও (সৃষ্টি করেছেন) ৩০৭০-ক। এ সবের মাঝে তাঁর আদেশ বিপুলভাবে অবতীর্ণ হয় যেন তোমরা জানতে পার নিশ্চয় আল্লাহ্ সব কিছু ওপর সর্বশক্তিমান এবং আল্লাহ্ তাঁর জ্ঞানের ভিত্তিতে সব কিছু ঘিরে রেখেছেন।

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ۝

দেখুন : ক. ১৫ঃ১০; ৩৬ঃ১৭ খ. ২ঃ২৫৮; ৫ঃ১৭ গ. ৬ঃ৪৪; ৭ঃ১৬।

★ [১১-১২ আয়াতে সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়, 'নযূল' (অর্থাৎ অবতীর্ণ) শব্দটির অর্থ এই নয় যে কোন মানুষ সশরীরে আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয়। 'নযূল' এর অর্থ হলো, খোদা তাআলার পক্ষ থেকে উত্তম নেয়ামত দান। এদিক থেকে মহানবী সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে রসূলরূপে মূর্তিমান উপদেশ বর্ণনা করার মাধ্যমে অন্যান্য সব নবীর ওপর তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা হয়েছে। (হযরত খলীফাতুল মসীহ রাব্বের (রাহে:) কর্তৃক উদ্ভূত অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

৩০৭০-ক। 'অনুরূপ (সংখ্যক) পৃথিবীর' দ্বারা সৌরমণ্ডলের সাতটি প্রধান গ্রহকেও বুঝাতে পারে এবং 'সাত-আকাশ' দ্বারা ঐ সাতটি গ্রহের কক্ষপথ বা ভ্রমণ-পথকে বুঝাতে পারে অথবা 'সাত-আকাশ' দ্বারা মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতির সাতটি বিশেষ স্তরকে বুঝাতে পারে এবং 'সাত পৃথিবী' দ্বারা মানুষের জাগতিক উন্নতির সাতটি বিশেষ স্তরকেও বুঝাতে পারে।